যুগান্তর

তারিখ ... 13 MAR 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

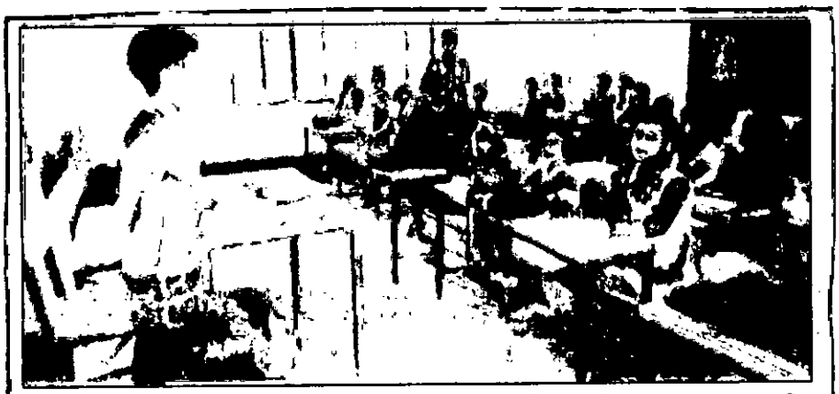

কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারী উপজেলার বড় খাটামারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অভাবে ৫ম শ্রেণীর ছাত্র আপেল মিয়া ক্লাস নিচ্ছে যুগান্তর

যে স্কুলে শিক্ষার্থীই শিক্ষক!

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি

'পড়ালেখা পিছায়ে যাইতাছে, আমাদের স্কুলে তাড়াতাড়ি শিক্ষক দেন—' এ আকুতি ৫ম শ্রেণীর ছাত্রী মাসুমা আক্তার, আফরিন আক্তার রুমা, স্মৃতি আক্তারসহ সব সহপাঠিদের। ইতিমধ্যে ৩ মাস অতিবাহিত হলেও ৫ম শ্রেণীর ইংরেজি বিষয়ে পাঠদান চলছে ১ম অধ্যায়ে, বিজ্ঞান ২য় অধ্যায়ে, ইসলাম ধর্ম ১ম অধ্যায়ে এবং বাংলা ৮ম অধ্যায়ে। গণিত এবং পরিবেশ বিষয়ে এখনও পাঠদান শুরু হয়নি। এরা যে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তার নাম বড় খাটামারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী উপজেলার জয়মনিরহাট ইউনিয়নে অবস্থিত।

জানা যায়, বড় খাটামারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি প্রায় দেড় মাস থেকে একজন শিক্ষক দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। এ বিদ্যালয়ে ৪ শিক্ষকের পদ থাকলেও সহকারী শিক্ষক আবদুল জব্বার ১৭ জানুয়ারি অবসরে যান। প্রধান শিক্ষক আবদুল বারী অবসরে যান ১৫ ফেব্রুয়ারি। অপর সহকারী শিক্ষক জয়নুল আবেদীন অবসরে যান ৯ মার্চ। তখন থেকেই বিদ্যালয়টি পরিচালনা করছেন ভুনিয়র শিক্ষক সেলিনা আখতার। শিক্ষক সেলিনা আখতার জানান, শিশু শ্রেণীসহ বিদ্যালয়টিতে মোট ক্লাস রয়েছে ৬টি। কিন্তু অনুমোদিত পদ রয়েছে ৪টি। ৪টির মধ্যে ৩ শিক্ষক অবসরে যাওয়ায় এতগুলো ক্লাস একজন শিক্ষকের দ্বারা পরিচালনা করা কীভাবে সম্ভব? সহকারী শিক্ষা অফিসার এসেছেন, ইউপি চেয়ারম্যান আবদুল ওয়াদুদ এসেছেন কিন্তু কোনো সমাধান হয়নি। বিদ্যালয়টি সরেজমিন পরিদর্শনকালে দেখা যায়, ওই বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণীর ছাত্র আপেল মিয়া ১ম শ্রেণীর ইংরেজি পড়াচ্ছে। আর তার সহোদর একই ক্লাসের ছাত্র শামীম মিয়া ছাত্রছাত্রীদের শান্ত রাখছে।

আপেল মিয়া জানায়, সে ৩ সপ্তাহ থেকে এভাবে ক্লাস নিচ্ছে। ইউপি সদস্য সোহরাব হোসেন ও ইউপি চেয়ারম্যান আবদুল ওয়াদুদ জানান এ ব্যাপারে বহুবার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে অবহিত করা সত্ত্বেও তারা কোনো ব্যবস্থা নেননি। সর্বশেষ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী শূন্যপদে শিক্ষক বদলির নির্দেশ দিলেও তারা তা মানছে না এখানকার দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারা।

এ ব্যাপারে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আহসান হাবিব জানান, শূন্যপদে শিগগিরই পদায়ন করা হবে।